যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৪৭২

১/ বিবিধ

আরবী

الدين شين الدين

موضوع

رواه القضاعي في " مسند الشهاب " (4 / 1) عن عبد الله بن شبيب قال أخبرنا سعيد بن منصور قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن مالك بن يخامر عن أبيه عن معاذ بن جبل مرفوعا

قلت: ابن شبيب هذا اتهمه ابن خراش بأنه يسرق الأحاديث الموضوعة عن الكذابين، وأنا لا أشك أن هذا الحديث منها، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه وغيرهما استدانوا غير مرة، فهل شانهم ذلك؟

والحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية أبي نعيم في " المعرفة " عن مالك بن يخامر والقضاعي عن معاذ

فتعقبه المناوي بأن الأول مرسل، وفيه عبد الله بن شبيب الربعي، قال في " الميزان ": أخباري علامة، لكنه واه، وقال الحاكم: ذاهب الحديث، وبالغ فضلك فقال: يحل ضرب عنقه، وقال ابن حبان: يقلب الأخبار، ثم ساق له هذا الخبر، قال المناوي: وفي إسناد القضاعي إسماعيل بن عياش أورده الذهبي في " الضعفاء " وقال: مختلف فيه وليس بالقوي

قلت: هذا يوهم أن ابن شبيب ليس في مسند القضاعي وليس كذلك فتنبه

ثم رأيت الإمام أحمد رواه في " الزهد " (13 / 11 / 1) من طريق سريج بن يونس قال

حدثنا ابن عياش به إلا أنه أوقفه على معاذ، وسنده صحيح، فثبت أن رفعه باطل، تفرد برفعه عبد الله بن شبيب وهو متهم
نعم قد تابعه أبو قتادة فرواه عن صفوان بن عمرو به لكنه لم يذكر معاذا في سنده فقد أرسله، رواه ابن منده في " المعرفة " (2 / 157 / 2) والديلمي في " مسنده " (2 / 151) من طريق أبي نعيم لكنه رواه عن أبي الشيخ معلقا حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سلمة حدثنا أبو اليمان حدثنا صفوان بن عمرو به موصولا مثل رواية ابن شبيب إلا أنه لم يذكر لفظه وسلمة الظاهر أنه ابن شبيب النيسابوري الثقة وعبد الله بن محمد هو أبو مسعود العسكري ترجمه أبو الشيخ في " طبقاته " (407 / 566) وأبو نعيم في " أخباره " (2 / 73 ـ 74) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فالظاهر أنه هو علة هذه المتابعة والله أعلم
فلا تفيده هذه المتابعة مع المخالفة، ولا سيما والمتابع أبو قتادة واسمه عبد الله بن واقد متروك كما قال الحافظ في " التقريب "، فالتهمة محصورة فيه وفي ابن شبيب، وأما إسماعيل بن عياش فهو بريء منها، وهو ثقة في روايته عن
الشاميين وهذه منها، وقد رواه عنه ابن يونس موقوفا كما سبق وهو الصواب
ومثل هذا الحديث في البطلان الحديث الآتي

বাংলা

৪৭২। ঋণ হচ্ছে ধর্মের অপমান স্বরূপ।

হাদীসটি জাল।

এটি কাযাঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (৪/১) আব্দুল্লাহ ইবনু শাবীব ... হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ ইবনু শাবীবকে ইবনু খাররাস মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন এ বলে যে, তিনি মিথ্যুকদের থেকে বানোয়াট হাদীস চুরি করেছেন। এ হাদীসটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত, তাতে আমি কোন প্রকার সন্দেহ করছি না। কারণ সহীহ্ সুন্নাতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার স্ত্রী ও অন্যরা একাধিকবার ঋণ গ্রহণ করেছেন। হাদীসটি সুয়ুতী “জামেউস সাগীর” গ্রন্থে আবু নুয়াইম কর্তৃক “আল-মারিফাত” গ্রন্থের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন।

মানবী তার সমালোচনা করে বলেছেন যে, প্রথম সনদটি মুরসাল। যাতে আব্দুল্লাহ ইবনু শাবীব রিবাঈ রয়েছেন। তার সম্পর্কে যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেনঃ তিনি প্রসিদ্ধ খবর বর্ণনাকারী, কিন্তু দুর্বল। হাকিম বলেনঃ তিনি যাহেবুল হাদীস। তিনি আরো বলেছেনঃ তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হালাল। ইবনু হিব্বান বলেনঃ তিনি খবরগুলো উল্টা পাল্টা করে ফেলতেন। অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

মানবী বলেনঃ কাযাঈর সনদে ইসমাঈল ইবনু আইয়াশ রয়েছেন। যাহাবী তাকে "আয-যুয়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তিনি বিতর্কিত ব্যক্তি, শক্তিশালী নন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তার কথা হতে মনে হতে পারে যে, কাযাঈর “মুসনাদ” গ্রন্থে ইবনু শাবীব নেই, এমনটি নয়। সতর্কতা অবলম্বন করুন। অর্থাৎ তিনিও আছেন।

ইমাম আহমাদ “আয-যুহুদ” গ্রন্থে (১৩/১১/১) সহীহ সনদে মুয়ায (রাঃ) হতে মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অতএব হাদীসটি মারফু হিসাবে বাতিল। কারণ মারফু হিসাবে আব্দুল্লাহ ইবনু শাবীব এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি হচ্ছেন মিথ্যার দোষে দোষী। আবু কাতাদা তার মুতাবায়াত করেছেন। কিন্তু মুয়াযকে (রাঃ) উল্লেখ করেননি, যার জন্য সেটি মুরসাল। এ আবু কাতাদার নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াকেদ; তিনি মাতরূক। যেমনভাবে হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেছেন। অতএব এ মুতাবা’য়াতের কোন মূল্য নেই। অন্য একটি সূত্রে হাদীসটির মুতাবায়াত করা হয়েছে কিন্তু সেটির সনদে রয়েছেন আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আবু মাসউদ আসকারী, তিনি মাজহুল।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68057

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন